



ঢাকা আহচানিয়া মিশনের তামাক, মাদক ও এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ কার্যক্রম আমিক-এর মুখ্যপত্র

আমিক বার্তা

ত্রৈমাসিক

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন (সংশোধনী) পাস করায় সরকারকে অভিনন্দন



গত ২৯ এপ্রিল ২০১৩ তারিখ জাতীয় সংসদে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন (সংশোধনী)-২০১৩ পাস করায় সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ঢাকা আহচানিয়া মিশন। এ উপলক্ষে ৩০ এপ্রিল ২০১৩ সকালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীকে ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানান স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সচিব নিয়াজ উদ্দিন। এসময় উপস্থিত ছিলেন একই মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সফিকুল ইসলাম লক্ষ্মণ, যুগ্ম সচিব (জনস্বাস্থ্য) সুভাষ চন্দ্র সরকার, উপ-সচিব এবং গ্রোগ্রাম ম্যানেজার (তামাক নিয়ন্ত্রণ) আজম-ই-সাদত, উপ-সচিব আবু মাসুদ, উপ-সচিব সাইদুল ইসলাম, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী আমিন উল আহসান, ডাঃ ইকবাল কবির, সিনিয়র সহকারী সচিব নাসীমা হোসেন এবং ঢাকা আহচানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদসহ আরো অনেকে।

এছাড়া এইদিন সকালে তামাক ও ধূমপান নিয়ন্ত্রণে আন্দোলনরত ঢাকা আহচানিয়া মিশনের সর্বস্তরের কর্মী এবং ধূমপান-বিরোধী নাগরিক ফোরামের সদস্যবৃন্দ সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে একটি আনন্দ র্যালী বের করে।

উল্লেখ্য ধূমপান ও তামাকের ভয়াবহতা রোধে বাংলাদেশ সরকার ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন পাস ও কার্যকর করে। কিন্তু আইনের বেশ কিছু দুর্বলতার কারণে আইনটি যথাযথভাবে



কার্যকরে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তাই ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন সংশোধনের দাবিতে ঢাকা আহচানিয়া মিশন অন্যান্য সংগঠনের সাথে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করে আসছে। এ সকল সংশোধনী বর্তমান ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন একটি শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড়াবে। যদিও এখনো পাবলিক প্লেসে ধূমপানের জন্য স্থান বরাদ্দ বহাল আছে। দেশের আপামর জনসাধারণ বিশ্বাস করে দেশের মানুষের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে শতভাগ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পাবলিক প্লেসে ধূমপানের জন্য স্থান বরাদ্দ সরকার রাহিত করবে।

সংশোধিত আইনে মূলত যা আছে

- পাবলিক প্লেসে ধূমপানের জরিমানা ৩০০ টাকা এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দড়ের দ্বিগুণ হারে দণ্ডনীয় হবেন।
- পাবলিক প্লেস ও পরিবহণ ধূমপানমুক্ত রাখতে না পারলে প্রত্যেক পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহণের মালিক, তত্ত্বাধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপকের জরিমানা ৫০০ টাকা।
- তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টুন বা কোটাৰ উভয় পার্শ্বে মূল প্রদর্শনী তল বা যে সকল প্যাকেটে দুইটি প্রধান পার্ষদেশ নাই সেই সকল প্যাকেটের মূল প্রদর্শনী তলের উপরিভাগে অন্যন ৫০% স্থান জুড়ে রঙিন ছবি ও লেখা সম্ভিত, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সর্তর্কাবণী বাংলায় মুদ্রণ করতে হবে।
- আইনের সংজ্ঞায় সাদাপাতা, খৈনি, জর্দা, গুলসহ অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য সম্পৃক্ত করা হয়েছে।
- প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির আড়ালে বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ।
- অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির নিকট তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- পাবলিক প্লেসের সংজ্ঞায় বেসরকারি অফিস, চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা আবক্ষ রেস্টুরেন্ট, আচাহদিত কর্মক্ষেত্র (Indoor work place), সম্পৃক্ত করা হয়েছে।
- জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ও ঝুঁকি সম্পর্কে একটি ভাস্ত ধারণা তৈরির উদ্দেশ্যে, তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, কার্টুন, কোটা বা মোড়কে ব্রান্ড এলিমেন্ট (যেমন-লাইট, মাইন্ড, লো-টার, এক্সট্রা, আলট্রা শব্দ) ব্যবহার করা যাবে না।
- তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয় স্থলে (point of sales) যে কোন উপায়ে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করবেন না বা করাবেন না।
- তামাকজাত সামগ্ৰীৰ শিল্প স্থাপন, তামাক জাতীয় ফসল উৎপাদন ও চাষ নিরুৎসাহিত, করবার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারবে।
- জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল গঠন করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

জনসংখ্যার আধিক্য, নিম্ন-আয়, দারিদ্র্য ইত্যাদি কারণে বিশ্বের সর্বোচ্চ তামাকজাত পণ্য ব্যাবহারকারী ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বিশ্বব্যাপী সমৰ্পিত তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের লক্ষ্যে ২০০৩ সালের মে মাসে জেনেভায় অনুষ্ঠিত ৫৬তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে ক্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) চুক্তি অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ ২০০৩ সালের ১৬ জুন এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এবং ২০০৪ সালের ১০ মে এফসিটিসির অনুস্থানের করে। এরই ফলপ্রতিতে ধূমপান ও তামাকের ভয়াবহতা রোধে বাংলাদেশ সরকার এফসিটিসি'র আলোকে ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনটি পাস ও কার্যকর করে। কিন্তু আইনে বেশ কিছু দুর্বলতার কারণে আইনটি যথাযথভাবে কার্যকর হয় নি। ফলে ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণ সবসময়ই বাধায়স্থ হয়েছে।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন সংশোধনের দাবিতে ঢাকা আহচানিয়া মিশন এবং 'আমিক' অন্যান্য সংগঠনের সাথে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করে আসছে। জাতীয় সংসদে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন (সংশোধনী-২০১৩) পাস হয়েছে। আইনটি পাস করায় সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছি। আমিক এর তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের আওতায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি সম্পর্কে জনগণ এর মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করতে বিভিন্ন কার্যক্রম করছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দেশের বিভিন্ন জেলার রেস্তোরাঁসমূহ ধূমপান মুক্তকরণ করার লক্ষ্যে রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সাথে কর্মশালা, প্রেস ব্রিফিং, মানব বকল, ধূমপান বিরোধী মিডিজিক্যাল কনসৰ্ট, এলাকার সাংবাদ এবং সুশীল সমাজকে নিয়ে পিপলস ফোরাম গঠন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন কার্যকর করার লক্ষ্যে সরকারকে মোবাইল কোর্ট গঠনে সহযোগিতা করা, রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি এবং সিটি কর্পোরেশনের জন্য ধূমপান মুক্তকরণ গাইড লাইন তৈরি, ধূমপান বিরোধী সাইনেজ লাগানো ইত্যাদি। বর্তমানে আমিক এর সেবা কার্যক্রম পরিধি আরো বিকৃত হয়েছে। এখন আমিক সিটি কর্পোরেশন এর আওতায় আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প নামে ঢাকার উত্তরা এবং কুমিল্লা এই দুইটি স্থানে মাত্র স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব কার্যক্রমে উক্ত আইনটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

ত্রৈমাসিক আমিকদৰ্শণ

৪৮ বর্ষ ■ ১০ সংখ্যা ■ জানুয়ারি-মার্চ ২০১৩

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ইকবাল মাসুদ

সম্পাদকীয় পরিষদ

এ.কে. এম. আনিসুজ্জামান, শেখর ব্যানার্জি, মাহিন্দা দীনা রূবাইয়া,
জাহিদ ইকবাল, সাইফুল আলম কাজল, নূর শাহানা

পরিমার্জন ও প্রস্তুতি
লুৎফুন নাহার তিথি

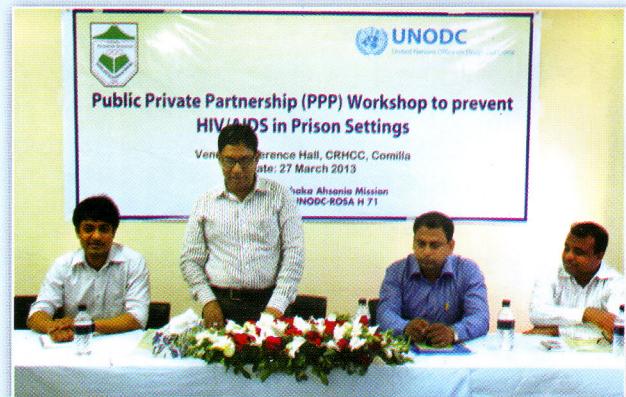
গ্রাফিক্স ডিজাইন
সেকান্দার আলী খান

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র সুস্থতা প্রাপ্তিদের দিনব্যাপী পূর্ণমিলনী



মাদক থেকে বেরিয়ে আসার পরও একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে অনেক সময় সমাজ ও পরিবার থেকে বৈষম্যের শিকার হতে হয়। আর এই বৈষম্যের কারণে অনেকে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়। যা মোটেও কাম্য নয়। মাদকাসক্তকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে দরকার সহায়তা। এই লক্ষ্যে আমিক- ঢাকা আহচানিয়া মিশন-এর মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে। প্রতি বছরের মতো এ বছরে ১৬ ফেব্রুয়ারি মাদকাসক্তি থেকে সুস্থতা প্রাপ্ত রিকোভারিদের পূর্ণমিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে এই কেন্দ্র এবং অন্যান্য বিভিন্ন সেন্টার থেকে সুস্থতা প্রাপ্ত প্রায় ২০০ জন রিকোভারি অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে রিকোভারিদের অভিভাবকদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়। তারা তাদের পরিবারের রিকোভারীসিস্টান্ডের উৎসাহ যোগাতে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ.বি.এম. কামরুল আহচান এইচআইভি/এইডস স্পেশালিষ্ট, ইউএনওডিসি বাংলাদেশ।

সরকারি বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে কারাগারে এইচআইভি প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা



দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা আহচানিয়া মিশন বাংলাদেশের কারাগারগুলোতে এইচআইভি /এইডস, মাদক প্রতিরোধ ও অন্যান্য সেবা প্রদান করে আসছে। উক্ত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় গত ২৭ ফেব্রুয়ারি গাজীপুর সিভিল সার্জন অফিস কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। "সুশিল সমাজের অংশগ্রহণ বাড়ানোর মাধ্যমে

বাকী অংশ তয় পৃষ্ঠায় দেখুন...

(২য় পৃষ্ঠার পর সুশীল সমাজের অংশগ্রহণে কারাগারে এইচআইভি...)

কারাগারে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ” বিষয়ক এক কর্মশালা। ঢাকা আহচানিয়া মিশনের উদ্যোগে এবং ইউনাইটেড ন্যাশনস অফিস অন ড্রাগ এন্ড ক্রাইম (ইউএসওডিসি) রোজা- এইচ-৭১, প্রকল্পের সহযোগিতায় এই কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় গাজীপুর জেলার মোট ২২ টি এনজিও’র প্রতিনিধির অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ বাহারুল ইসলাম, জেলার, গাজীপুর জেলা কারাগার। প্রধান অতিথি হিসাবে ছিলেন ড. মোঃ আলতাফ হোসেন, অধ্যক্ষ কাজী আজিমুদ্দিন কলেজ এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন দেওয়ান জিল্লুর রহমান, পরিদর্শক মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, গাজীপুর।

উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে কিছু মতামত উঠে আসে। যারা এইচআইভি পজেটিভ এবং এআরভি গ্রহণ করেছে তাদের কারাগারের ভেতরে এআরভি দেয়া যেতে পারে। এছাড়া কারাগারের ভেতরে তাদের এইচআইভি সম্পর্কে আরো ট্রেনিং দিতে হবে। ভি.সি.টি. সার্ভিস কারাগারে চালু করতে হবে এবং যারা এইচআইভি এর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ তাদের ভিসিটি নেটওর্কের আওতায় আনতে হবে। কারাগারে এইচআইভি প্রতিরোধের জন্য এ্যাডভোকেসি প্রোগ্রাম খুবই প্রয়োজন।

একই লক্ষ্যে গত ২৭ মার্চ কুমিল্লা শহরের নগর মাত্সদন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আরেকটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালাটির মূল বিষয় ও উদ্দেশ্য ছিল কারাগারের অভ্যন্তরে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর অবস্থান দৃঢ় করা এবং ভবিষ্যতে এই কার্যক্রমকে গতিশীল রাখার জন্য তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। কর্মশালাটিতে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ আবুল কালাম সিদ্দিক, সিভিল সার্জন, কুমিল্লা এবং মোঃ নাসির আহমেদ, জেলার, কুমিল্লা জেলা কারাগার।

জাতীয় টিকা দিবস-২০১৩ উদ্যাপন



গত ১২ মার্চ ঢাকা উক্ত সিটি কর্পোরেশনের অধীনে ঢাকা আহচানিয়া মিশন -এর আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিস ডেলিভারী উত্তরা ডিসিসিএনপি-৫ প্রকল্পে (ইউপিএইচসিএসডিপি) জাতীয় টিকা দিবস-২০১৩ উদ্যাপন করা হয়। জাতীয় টিকা দিবস-২০১৩ উপলক্ষ্যে ঢাকা আহচানিয়া মিশন, ডিসিসিএন পিএ- ৫ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। উক্ত কর্মসূচির মধ্যে ছিল ৭১টি সেন্টারের মাধ্যমে ৪৫০০০ জন শিশুর মধ্যে ৪৪৬৩৬ জনকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল এবং ক্র্ম নাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো। দিবসটি উপলক্ষ্যে গত ১১ মার্চ ৭১টি সেন্টার পরিচালনা করার জন্য টাফ এবং ভলেন্টিয়ারদের ২টি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

একই উদ্দেশ্যে ঢাকা আহচানিয়া মিশন আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প কুমিল্লায় গত রবিবার জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সমন্বয় রেখে

১২ মার্চ সারা দেশের মতো নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। যা সকল ৮টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত চলে। কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের ২৭টি ওয়ার্টের ২৮টি পয়েন্টে ০ থেকে ৫ বছরের শিশুদের ভিটামিন ‘এ’ খাওয়ানো হয়। উক্ত প্রোগ্রামকে সফল করার জন্য সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের সার্বিক সহযোগিতার পাশাপাশি সমাজের স্কুল, কলেজ ও ক্লাবের ৮৪ জন সদস্য ভলেন্টিয়ারী সেবা প্রদান করে।

নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-০৩ এর কার্যক্রমের শুভ উত্তোধন



গত ২৩ জানুয়ারি রোজ বুধবার আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার প্রোগ্রাম কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, পিএ-১, ঢাকা আহচানিয়া মিশন কার্যক্রমের শুভ উত্তোধন হয়। প্রকল্পটি ঢাকা আহচানিয়া মিশনের পরিচালনায় এবং কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের সহায়তায় বাস্তবায়ন করছে। এই নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির শুভ উত্তোধন করেন- সিটি কর্পোরেশন মেয়র জন্বাব মনিরুল হক সাঙ্কু (প্রধান অতিথি)। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা আহচানিয়া মিশনের চেয়ারম্যান জন্বাব কাজী রফিকুল আলম, সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জন্বাব মোঃ নুরজামান, ওয়ার্ড কাউন্সিলরবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন ওয়ার্ড কাউন্সিলর জন্বাব কাজী গোলাম কিবরিয়া। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি তাদের বক্তব্যে বলেন-স্বাস্থ্য সেবার দ্বার সকলের হাতের নিকটে পৌছে দেয়া হলো এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতার দায়িত্ব এখন এলাকার সবার। তারা এব্যাপারে সকলের সার্বিক সহায়তা কামনা করেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস-২০১৩ উদ্যাপন



ঢাকা আহচানিয়া মিশন (আমিক) আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প কুমিল্লায় গত রবিবার জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের বাকী অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায় দেখুন...

আয়োজনে ও এনজিওদের সহযোগিতায় বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত হয়। সকালে কুমিল্লার জেনারেল হাসপাতাল ক্যাম্পাস থেকে র্যালি বের হয়। উক্ত র্যালীটি উত্তোধন করেন কুমিল্লার সিভিল সার্জন ডাঃ আবুল কালাম সিদ্দিক। অতপর কুমিল্লার টাউন হলে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লার জেলা প্রশাসক মোঃ রেজাউল আহসান, প্রধান বক্তা হিসাবের উপস্থিত ছিলেন বিএম এর সাধারণ সম্পাদক আলহাজ ডাঃ মোঃ আজিজুর রহমান সিদ্দিকী, বিশেষ অতিথি ছিলেন কুমিল্লার সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ আবদুর রউফ, ডেপুটি সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ মুজিবর রহমান অনুষ্ঠানে সভাপত্তি করেন কুমিল্লার সিভিল সার্জন ডাঃ আবুল কালাম সিদ্দিক।

কমিউনিটি ফেসিলিটেশন কমিটি (সিএফসি) মিটিং

গত ১৯ জানুয়ারি মধুমিতা প্রকল্পের চাঁনখারপুল সেন্টারে “সিএফসি” মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। মধুমিতা প্রকল্পের সকল ধরণের কার্যক্রম পরিচালনার সহায়ক পরিবেশ তৈরি ও একজন ব্যক্তি যাতে সকল ধরণের সেবা পেতে পারে। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন, আমিক মধুমিতা প্রকল্পের সিএফসি কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন সাহেব। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন চাঁনখারপুল সেন্টারের কাউন্সিলর জনাব মোঃ আমির হোসেন, কাউন্সিলর নিলুফা ইয়াছমিন ও কমিউনিটি কাউন্সিলর জনাব মীর শাহিন শাহ। এ ছাড়াও ওয়ার্ড কাউন্সিলরের প্রতিনিধি, পুলিশ, শিক্ষক, দীর্ঘমান্য এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সভায় উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় এইচআইভি ও এইডস বিষয়ক একটি ভিত্তি ও ত্রিপ্রদর্শন করা হয়।

মধুমিতা প্রকল্পের ফ্যামিলি সার্পোর্ট গ্রুপের মিটিং

প্রতি মাসের ন্যায় এ মাসেও চাঁনখারপুল সেন্টারের উদ্যোগে গত ১৬ জানুয়ারি এস/কে দাস ডি আই সি তে ফ্যামিলি সার্পোর্ট গ্রুপ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।

আমিক মধুমিতা প্রকল্পের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে সুই-সিরিজে দ্বারা নেশা গ্রহণকারীদের মাদকাসক্তির চিকিৎসার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে আসছে। নেশা গ্রহণকারীদের সেবাকে আরো কার্যকরী করতে এবং চিকিৎসাপ্রাণ্ড সদস্যদের একে অপরের সহযোগিতার নিমিত্তে ফ্যামিলি সার্পোর্ট গ্রুপ গঠন করা হয়। যাতে পরিবারের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় করে থাকে।

মাদক নিয়ন্ত্রণে সরকারি বেসরকারি সংস্থার সমন্বয় সভা

গত ২২ জানুয়ারি আমিক-মধুমিতা প্রকল্পের চাঁনখারপুল সেন্টারে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারী একজন যাতে সকল ধরনের সেবার সাথে অস্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আমিক-মধুমিতা প্রকল্পের কাউন্সিলর নিলুফা ইয়াসমিন। আরও উপস্থিত ছিলেন চাঁনখারপুল সেন্টারের কাউন্সিলর মোঃ আমির হোসেন ও কমিউনিটি কাউন্সিলর মীর শাহিন শাহ। সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধিরা সম্মিলিতভাবে পারস্পরিক সহায়তার মাধ্যমে নিজ নিজ কার্যক্রম আরও গতিশীল ও সময়পোয়োগী করার জন্য আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। সেই সাথে একযোগে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেশন কমিটির সাথে আলোচনা সভা

আমিক মধুমিতা প্রকল্প কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেশন কমিটি ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে ২৫ ফেব্রুয়ারি এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। উক্ত সভায় উপস্থিত ১৮ জন সদস্যের মধ্যে ১০ জন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য, ৪জন কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেশন কমিটির সদস্য ও ৩ জন রিকোভারি এবং নওমহল মসজিদের ইমাম ছিলেন। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উক্ত পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ জনাব আব্দুল কুদুস। সভায় রিকোভারি মোঃ রফিবেল তার সুস্থতার জন্য মধুমিতা প্রকল্পের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন। পরিশেষে সভার সভাপতি এ ব্যাপারে সব ধরনের সহায়তায় আশ্বাস প্রদান করেন।

ফ্লাইং স্কোয়াড : গণমাধ্যম ও সমাজ কর্মীদের সাথে আলোচনা সভা



গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে মধুমিতা প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে গত ২৩ মার্চ এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় গণমাধ্যম কর্মী এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ ২১জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। শুরুতেই মধুমিতা প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব শেখর ব্যানাজী গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে মধুমিতা প্রকল্পের কার্যক্রমের ভূমিকা, অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সর্ব সম্মতক্রমে সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, মাদক ও এইচআইভি প্রতিরোধের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ও স্থানীয়ভাবে আরো প্রচারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। এরই ধারাবাহিকতায় নিউ নেশন পত্রিকার সাংবাদিক জনাব মঈনুন্নেদেকে আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেয়া হয়। আগামী ২০ এপ্রিল রিকোভারিদের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের ব্যাপারে প্রস্তাবিত আলোচনা করা হয়। সভার শেষ পর্যায়ে আমিক-ধূমপান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের প্রোগ্রাম অফিসার জনাব জাহিদ ইকবাল আমিক তামাক বিরোধী কার্যক্রমে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এলাকার বিভিন্ন সংগঠনের সহযোগিতা কামনা করেন।”

**মাদককাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন
সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন...
www.amic.org.bd**

যশোর মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র এখন নিজস্ব ভবনে



আমিকের দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে এবং দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ক্রমবর্ধমান মাদকাসক্তদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য ২০১০ সালে আমিক গাজীপুর সেন্টারের অভিভূতার আলোকে যশোরে চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হয়। সে সময় সেন্টারটির নিজস্ব ভবন ছিল না। তাই ভাড়া বাড়িতে ছোট পরিসরে এর কার্যক্রম শুরু করা হয়। ধীরে ধীরে চিকিৎসা কেন্দ্রের পরিচিতি বাড়ার সাথে সাথে চিকিৎসা গ্রহণকারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। ফলে কেন্দ্রটিকে একটি স্থায়ী রূপ দেয়ার লক্ষ্যে নিজস্বভবন নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়। পরিকল্পনা অনুসারে যশোর সদরের ভেঙুটিয়া নামক স্থানে আট বিশ্ব জায়গার উপর পাঁচ তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনটিতে ৮০ শয়্যার আধুনিক, মানসম্মত এবং সকল সুযোগ সুবিধা সম্পূর্ণ একটি পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। খোলামেলা নির্মাল পরিবেশের সাথে সাথে কেন্দ্রের নিরাপত্তা বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে আধুনিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। গত ৮ মার্চ হতে আমিকের যশোর চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কার্যক্রম এই নবনির্মিত ভবনে শুরু হয়েছে। বর্তমানে সেন্টারে ২৬ জন রোগী চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করছে।

বিশ্ব যক্ষা দিবস-২০১৩ উদ্যাপন



“যতদিন বাঁচবো যক্ষাকে রুখবো” এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে নিয়ে ঢাকা আহচানিয়া মিশন আমিক-মধুমিতা প্রকল্প, ঢাকা সেন্টার প্রতি বছরের মতো এই বছরেও গত ২৪ মার্চ পালন করলো বিশ্ব যক্ষা দিবস। উক্ত দিবস উদ্যাপন উপলক্ষে র্যালি এবং পরে আমিক-মধুমিতা সেন্টারে বিশ্ব যক্ষা

দিবসের প্রতিপাদ্য ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে চিকিৎসারত মাদক নির্ভরশীল ক্লায়েটের উদ্দেশ্যে বিশেষ শিক্ষামূলক সেশনের আয়োজন করা হয়। র্যালিটিতে আমিক-মধুমিতা প্রকল্প ঢাকা সেন্টারের স্টাফ ও রিকভারিসহ মোট ২৫ জন অংশগ্রহণ করেন। র্যালির নেতৃত্ব দেন কাউন্সেলর নিলুফা ইয়াসমিন। পরে সেন্টারে শিক্ষামূলক সেশন নেন সেন্টারের স্প্যুটাম কালেক্টর বাবু রায়। উক্ত সেশনে যক্ষা কী, কীভাবে ছড়ায় এবং এর চিকিৎসা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। একই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে, আমিক মধুমিতা প্রকল্প ময়মনসিংহ-এর আয়োজনে বিশ্ব যক্ষা দিবস-২০১৩ উদ্যাপন করা হয়।

আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প কুমিল্লায় গত ২৪ মার্চ ২০১৩ জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজনে এবং এন জি ও দের সহযোগিতায় বিশ্ব যক্ষা দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে সকালে র্যালি কুমিল্লা টাউনহল চতুর থেকে প্রদক্ষিণ করে কুমিল্লা জেনারেল হাসপাতাল ক্যাম্পাসে শেষ হয়। পরে সিভিল সার্জন এর হল রুমে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় জেলা প্রশাসক মোঃ রেজাউল আহসান। বিশেষ অতিথী ছিলেন কুমিল্লা সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অধক্ষয় আব্দুর রউফ, সভাপত্তি করেন কুমিল্লা ডেপুটি সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ মুজিবর রহমান।

যক্ষা নিয়ন্ত্রণে ওরিয়েন্টেশন



জানুয়ারি থেকে মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্টের জিএফএটিএম, ডিএনসিসি, পিএ-০৫এর গার্মেন্টস কর্মী, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, ফার্মেসী মালিক, যক্ষায় আক্রান্ত সুস্থ রোগীদের নিয়ে যক্ষা নিয়ন্ত্রণের উপর সচেতনতা মূলক ওরিয়েন্টেশন সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভাগুলোতে ইউপি ইচিসিএসডিপি, ডিএনসিসি, পিএ-০৫, ঢাকা আহচানিয়া মিশন এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ কামরুল হোসেন, ডাঃ দিলরুমা ইসলাম, ফিজিশিয়ান, পিএইচসিসি-৩, ডাঃ রেহনুমা আফরিন, ফিজিশিয়ান, পিএইচসিসি-১, আমেনা খাতুন, মনিটরিং এ্যান্ড ইভালুয়েশন অফিসার, জিএফএটিএম উপস্থিত ছিলেন।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সম্পর্কে জানতে ফোন করুন:

গাজীপুর: ০১৭৮২৯১৬১০২, যশোর: ০১৭৮১৩৫৫৬৫৫৫,

ঢাকা: ০১৬৭৩০৯৫২৩৬, ৮১৫১১১৪

লিগ্যাল সার্পেট সিস্টেম সাথে মধুমিতা প্রজেক্টের ত্বৈরামাসিক মিটিং

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি লিগ্যাল সার্পেট সিস্টেমের সাথে মধুমিতা প্রজেক্টের অগ্রগতি নিয়ে একটি সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় বিভিন্ন সমাজ সেবক, মানবাধিকার কর্মী, উকিল, কারেন্ট ড্রাগ ইউজার নেটওর্ক প্রচেষ্টার প্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং রিকোভারি সদস্যসহ মোট ১৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। লিগ্যাল সার্পেট সিস্টেমের সাথে মধুমিতা প্রকল্পের ব্যবস্থাপক জনাব শেখর বানানজী এবং কমিউনিটি কাউন্সিলর জনাব মীর শাহীন শাহ মধুমিতা প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। উক্ত কমিটিতে উপস্থিত ছিলেন কমিটির সভাপতি মোঃ নাজিমউদ্দিন আহমেদ, এ্যডভোকেট এস এম নাজমুল হক, বিশিষ্ট সমাজ সেবক ক্যামেলিয়া চৌধুরী। তারা সকলেই আইডি(ইউ) দের সহযোগিতার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। কমিটির সদস্যরা প্রতিটি মিটিং এ উপস্থিত থাকবেন বলে জানান।

ওডিআইসি প্রকল্পে “ফ্যামিলি সাইকো-সোশাল এডুকেশন সেশন” অনুষ্ঠিত

আমিক-ঢাকা আহচানিয়া মিশন এর লালমাটিয়াস্থ প্রকল্প “আউট-রিচ এন্ড ড্রপ ইন সেন্টার”-এ গত ২৩ ফেব্রুয়ারি একটি ফ্যামিলি সাইকো-সোশাল এডুকেশন সেশনের আয়োজন করে। উক্ত সেশনে ১৫ জন পরিবারিক সদস্য অংশ নেন। যাদের পরিবারের একজন ব্যক্তি গাজীপুর সেন্টারে চিকিৎসাধীন আছে। উক্ত সভা বিকাল ৩ টা থেকে শুরু করে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়।

যেখানে ‘ফ্যামিলি ইন রিকোভারি’, ‘সুস্থতা থাকাকালীন বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলা’, ‘বিভিন্ন ধরনের ড্রাগ এবং তার দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল’, ‘রিল্যান্স, ল্যাঙ্ক এবং রিল্যান্স সাইকেল সম্পর্কে ধারণা’, এবং ‘সাইকেল অফ বেইম’ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সবশেষে একটি প্রশ্ন-উত্তর সেশন করা হয়। এই সেশনে পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়। সেশনটি পরিচালনা করেন ওডিআইসি সেন্টারের কাউন্সেলর তুবা মুসাররাত আনসারী এবং গাজীপুর সেন্টারের কাউন্সেলর মোঃ আবু জাহিদ হাসান নীল।

লিগ্যাল সার্পেট গ্রন্পের সাথে আইনী সহযোগিতার জন্য মতবিনিময় সভা

আমিক মধুমিতা প্রকল্পের আয়োজনে ময়মনসিংহ লিগ্যাল সার্পেট গ্রন্পের সাথে তরী সমাজ কল্যাণ সংস্থার সভা কক্ষে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব হানান মল্লিক, নির্বাহী পরিচালক, তরী। উক্ত সভায় আমিক মধুমিতা প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ত্বৈরামাসিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এ্যডভোকেট এ.টি.এম রূহুল আমিন, মোঃ মোজাম্বেল হক সেক্রেটারী বার কাউন্সিল, ময়মনসিংহ জজকোর্ট ও এ্যডভোকেট রুখসান।

আক্তার ময়মনসিংহ জজকোর্ট রেজাউল করিম, প্রোগ্রাম অফিসার ক্লাষ্টসহ আরও অনেকে। আইনজীবি, এনজিও কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তা সহ বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপনের মাধ্যমে মাদক মুক্ত থাকার অংগীকার

গত ২৬ মার্চ আমিক গাজীপুর সেন্টারে উপস্থিত স্টাফ এবং সেন্টারের চিকিৎসার সকল ক্লায়েন্টদের নিয়ে স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপন করা হয়। দিবসটি উদ্যাপন কর্মসূচি শুরু হয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে। সন্ধ্যায় সেন্টারের চিকিৎসার সকল ক্লায়েন্টদের পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন সেন্টার ম্যানেজার মীর সাইফুল আলম কাজল। উক্ত অনুষ্ঠানে সেন্টারের সকল স্টাফ উপস্থিত ছিলেন। পরে স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপনের মাধ্যমে সেন্টারে চিকিৎসার সকল ক্লায়েন্ট নিজেদের মাদক মুক্ত রাখার অংগীকার করেন।

২টি বিভাগের সকল রেস্টোরাঁ ধূমপানমুক্ত



ঢাকা আহচানিয়া মিশন ও বাংলাদেশ রেস্টোরাঁ মালিক সমিতি রেস্টোরাঁসমূহ শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য একসাথে কাজ করছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ রেস্টোরাঁ মালিক সমিতি রেস্টোরাঁসমূহ ধূমপানমুক্ত করার লক্ষ্যে ধূমপানমুক্তকরণ নির্দেশিকা তৈরি করেছে এবং তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর আলোকে ঢাকা আহচানিয়া মিশন ও বাংলাদেশ রেস্টোরাঁ মালিক সমিতি গত ৩০ জানুয়ারি খুলনায় রেস্টোরাঁ ধূমপানমুক্তকরণের প্রয়োজনীয়তা শীর্ষক এক কর্মশালার আয়োজন করে। উক্ত কর্মশালায় খুলনা জেলার ৪০ জন রেস্টোরাঁর মালিকসহ বিভাগের অন্যান্য জেলা যেমন বাগেরাহাট, নড়াইল, সাতক্ষীরা, যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মাঞ্ছরা জেলার রেস্টোরাঁ মালিক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় তামাক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ, তামাক ও ধূমপান নিয়ন্ত্রণ আইন, রেস্টোরাঁ ধূমপানমুক্তকরণের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে

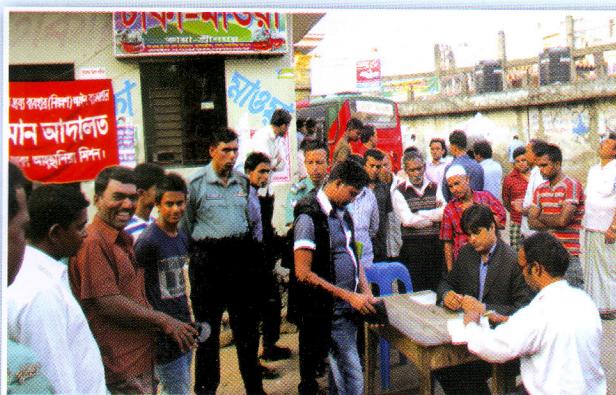
বাকী অংশ ৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন...

বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ সময় বাংলাদেশ রেস্টোরাঁ মালিক সমিতি ও খুলনা জেলা রেস্টোরাঁ মালিক সমিতি যৌথভাবে গত ৩০ জানুয়ারি খুলনা বিভাগের সকল রেস্টোরাঁ ধূমপানমুক্ত ঘোষণা রাখার করেন।

খুলনা রেস্টোরাঁ মালিক সমিতির সভাপতি এসএম আজিজুর রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ মোঃ শাহাদাত হোসেন, সহকারী পরিচালক (স্বাস্থ্য), খুলনা বিভাগ। রেস্টোরাঁসমূহ ধূমপানমুক্ত ঘোষণার প্রাক্কালে প্রধান অতিথি "ধূমপানমুক্ত রেস্টোরাঁ" লেখা সাইনেজ খুলনা জেলা রেস্টোরাঁ মালিক সমিতির সভাপতির হাতে তুলে দেন। তিনি রেস্টোরাঁ ধূমপানমুক্ত রাখার লক্ষ্যে ধূমপানমুক্ত নির্দেশিকার আলোকে প্রয়োজনীয় মনিটরিং করবেন বলে জানান।

একই লক্ষ্যে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স ভবনের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত রেস্টোরাঁসমূহ ধূমপানমুক্ত রাখার প্রয়োজনীয়তা শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী রেস্টোরাঁ মালিক সমিতির সভাপতি বিয়াজ আহমেদ খান। ঢাকা আহচানিয়া মিশন, বাংলাদেশ রেস্টোরাঁ মালিক সমিতি ও এসিডি রাজশাহী আয়োজিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়ার এ এইচ এম খায়েজজামান লিটন। রেস্টোরাঁসমূহকে ধূমপানমুক্ত ঘোষণার পর প্রধান অতিথি "ধূমপানমুক্ত রেস্টোরাঁ" লেখা সাইনেজ রাজশাহী রেস্টোরাঁ মালিক সমিতির সভাপতিসহ উপস্থিত রেস্টোরাঁ মালিকদের হাতে তুলে দেন।

পাবলিক প্লেসে ধূমপান করায় ১২ জন ধূমপায়ীকে শাস্তি



দেশে 'ধূমপান এবং তামাকজাত দ্রব্য (ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ আইন কার্যকর থাকা স্বত্ত্বেও প্রতিনিয়ত হাজার হাজার মানুষ তাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে অথবা বিভিন্ন পাবলিক প্লেসগুলোতে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে। 'ধূমপান এবং তামাকজাত দ্রব্য (ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ১৪ জানুয়ারি ঢাকা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সেলিম রেজার নেতৃত্বে সদরঘাট লক্ষ্য টারমিনাল এবং কোর্ট এলাকার পাবলিক প্লেসগুলোতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। পাবলিক প্লেসে ধূমপান করার মাধ্যমে 'ধূমপান এবং তামাকজাত দ্রব্য (ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ ভঙ্গ করার অপরাধে সুত্রাপুর থানা পুলিশ ১২ জন ধূমপায়ীকে গ্রেফতার করেন। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে প্রত্যেককে ৫০ টাকা করে জরিমানা করেন।

সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সমর্থনে আয়োজিত হলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ২৬ নভেম্বর মন্ত্রীসভার বৈঠকে সরকার ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধনী) ২০১২ চূড়ান্ত অনুমোদন করেছে। এই সংশোধনী সম্পর্কে জনসাধারণকে জানানো এবং সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে সংশোধনীটি বিল আকারে উত্থাপন ও পাসের জন্য চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২৬ জানুয়ারি ঢাকা আহচানিয়া মিশন দিনব্যাপী আম্যমান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। রাজধানীর বিজয় স্মৃতিপুর শহীদ বুদ্ধিজীবি স্মৃতিসৌধ, রায়ের বাজার, টাউন হল বাজার, মোহাম্মদপুর ও শ্যামলী মাঠে ট্রাকের অস্থায়ী মধ্যে তামাক ও ধূমপান বিরোধী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি সকাল ১০টা হতে শুরু হয়ে বিকাল ৫টা পর্যন্ত চলে। অনুষ্ঠানের শুরুতে শিল্পীরা ও ঢাকা আহচানিয়া মিশনের কর্মকর্তাগণ বিজয় স্মৃতি সংলগ্ন এলাকায় এন্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েস (আআ) আয়োজিত মানব বন্ধন কর্মসূচিতে অংশ নেয়। এ সময় বাউল শিল্পীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি এবং ধূমপান নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে তথ্যালোক গান পরিবেশন করে। আম্যমান এ অনুষ্ঠানে গানের পাশাপাশি জনসাধারণের মাঝে তামাক ও ধূমপানের ক্ষতি বিষয়ক বিভিন্ন স্টিকার, লিফলেট ও ব্রেসিওর প্রদান করা হয় এবং বিভিন্ন পাবলিক প্লেসে রেস্টোরাঁতে সাইনেজ প্রদান করা হয়।

ধূমপান নিয়ন্ত্রণে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা আহচানিয়া মিশনের সমর্বোত্তম স্মারক স্বাক্ষর



ঢাকা শহরে তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধূমপান হাস্তের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষ্যে গত ১২ ফেব্রুয়ারি গুলিস্থানস্থ নগর ভবনে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা আহচানিয়া মিশনের মধ্যে একটি সমর্বোত্তম স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন এবং ঢাকা আহচানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদ স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমর্বোত্তম স্মারকে স্বাক্ষর করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা দক্ষিণ

বাকী অংশ ৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন...

(৭ম পঠার পর ধূমপান নিয়ন্ত্রণে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন...)

সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক মোঃ নজরুল ইসলাম। তিনি তার বক্তব্যে ঢাকা মহানগরকে ধূমপানমুক্ত রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানান এবং সেই সাথে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস্ এর এ্যাডভোকেসি ও মিডিয়া সমন্বয়কারী তাইফুর রহমান।

এই সমবোতা স্মারক অনুযায়ী ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন পাবলিক প্লেস ধূমপানমুক্ত রাখতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তামাক নিয়ন্ত্রণে ধূমপানমুক্ত নির্দেশিকা প্রনয়ণ এবং আঞ্চলিক কার্যালয়সহ অন্যান্য স্থানে সচেতনতা বৃদ্ধি মূলক সভা ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। এছাড়া পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। ঢাকা আহ্�চানিয়া মিশন এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করবে।

মাদকাসক্তির অভিশাপ থেকে সুস্থ জীবনে ফিরে আসা

আমিক গাজীপুর সেন্টারের ক্লাইট মোঃ খাইরুল ইসলাম সমশের মাদকের পথ থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন। এজন্য তিনি আহ্চানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে ভর্তি হন। এখান থেকে তিনি চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ জীবনের পথে পার করেছেন একটি বছর। তার এই সুস্থ জীবনকে অনুপ্রাণিত করতে গাজীপুর সেন্টারে গত ২৯ মার্চ সেন্টার ম্যানেজার জনাব মীর সাইফুল আলম কাজলের উপস্থিতিতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সেন্টারের সকল স্টাফ ও রিকোভারি বন্দু ও ফলোআপ ক্লাইটার উপস্থিত ছিলেন। সমশের তার এই সুস্থতার প্রথম বছর কেমন ভাবে কেটেছে, তা সবাইকে জানান এবং এই সুস্থতা আরও দীর্ঘ করার শপথ নেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত স্টাফ এবং রিকোভারি বন্দুরাও তাদের অনুভূতি শেয়ার করেন। সেন্টারের স্টাফদের পক্ষ থেকে শমসেরকে বিভিন্ন উপহার প্রদান করা হয়।

প্রোগ্রাম আফিসার আমিক এর মনিপুর, ভারত-এর মাদক ও এইচআইভি প্রতিরোধে ওএস্টি কার্যক্রম পরিদর্শন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী মাদক ব্যবহারকারীর মধ্য থেকে প্রতি বছর মৃত্যুবরণ করে ২৫০০০০ জন। গত ২ দশক ধরে এই সমস্যার সাথে যুক্ত হয়েছে এইচআইভি'র বিস্তার। হতাশায় নিম্নজিত বারবার চিকিৎসা নেয়ার পরও মাদকনির্ভরশীলদের জন্য বিশেষ একটি চিকিৎসা কার্যক্রম হলো ওএস্টি বা অপিয়েট সাবাটিউশন থেরাপি। মূলত যারা অপিয়েট ধরনের মাদক শিরায় গ্রহণ করে এবং যারা বেশ কয়েকবার চিকিৎসা নিয়েও ব্যর্থ হয়েছে তাদের জন্যই ওএস্টি। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আমিকের প্রতিনিধি জাহিদ ইকবাল ওএস্টি (ওপিয়েট সাবাটিউশন থেরাপি) সরেজমিনে দেখা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ভারতের মনিপুর রাজ্যে হিরনহাবায় অবস্থিত মনিপুর নেটওয়ার্ক অব পজিটিভ পিপল্স (এমএনপি +) সংগঠনে যান। তাদের সূত্র মতে মনিপুর রাজ্য ৪২১১৬ জন এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তি

রয়েছে এবং তাদের সংগঠনের ২০০ জন ব্যক্তি ওএস্টি-এর আওতাভুক্ত। নিরিবিলি ও ছিমছাম পরিবেশে তাদের এই ওএস্টি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই কার্যক্রমের এক সদস্য যিনি হিজং ওয়াকাম বর্তমানে সম্পূর্ণ মাদক মুক্ত। কাউপিলিং ও নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে তিনি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন। আমরা আশা করি, হিজং ওয়াকামের মতো আরো অনেকে এই কার্যক্রমের সাহায্যে সুন্দর জীবনে ফিরে আসুক।

ছয় সংসদ সদস্যের তুরস্কের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিদর্শন



বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আমন্ত্রণে ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ এর সহযোগিতায় বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ছয় জন সংসদ সদস্য গত ২১-২৬ জানুয়ারি ১৩ তুরস্কের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। সফরে অংশগ্রহণকারী সংসদ সদস্যরা হলেন তোফায়েল আহমেদ, ব্যরিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, সাবের হোসেন চৌধুরী, আবদুল মোমেন তালুকদার, জাতীয় সংসদের হাইপ সেগুফতা ইয়াসমিন এমিলি ও নাজমা আজগার। এই সফরে ঢাকা আহ্চানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদ, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ এর মিডিয়া ও এডভোকেসি কোঅর্ডিনেটর তাইফুর রহমান এবং বন্দনা শাহ অংশগ্রহণ করেন। সংসদ সদস্যগণ ন্যশনাল কুইট লাইন এবং স্মোক ফ্রি অনলাইন মনিটরিং সেন্টার, টোব্যাকো এন্ড এলকোহল মার্কেট অথোরিটি, হ্যাকিটিপে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেলথ ইনসিটিউশন পরিদর্শন এবং Turkish Grand National Assembly President of Health Commission Prof Dr Cevdet Erdol এর সাথে সভা করেন। এ সময় তুরস্ক সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম মসম্পর্কে অবহিত হন পাশাপাশি বাংলাদেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম মসম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন।

৩১ মে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস এবং ২৬ জুন মাদকদ্রব্যের অবব্যবহার ও পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালন করুন।



আমিক,

কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং শব্দকলি প্রিন্টার্স, ৭০ বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট কাঁটাবন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন: ৮১৫১১১৪, মোবাইল: ০১৬৭৩০৯৫২৩৬ ই-মেইল: info@amic.org.bd, amic.dam@gmail.com, Web: www.amic.org.bd